এসো নামায শিখি

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

এসো নামায শিখি

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান
কামিল ও দাওরা হাদীস
(দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী)

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৯০

২য় প্রকাশ

মহররম	১৪২৮
মাঘ	১৪১৩
ফেব্রুয়ারী	২০০৭

বিনিময় ঃ ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

ASO NAMAZ SHKHE by Mufte Abdul Mannan. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 50.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। ভূমিকা

২। ছেলে-মেয়েদের গড়ে তোলার ব্যাপারে মাতা-পিতার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী ১১

৩। কয়েকটি মৌলিক আকীদা ১৩

৪। নামাযের পরিচয় ১৬

৫। নামাযের শর্তসমূহের বিবরণ ১৭

৬। নামাযের প্রথম শর্ত ১৭

৭। নামাযের দ্বিতীয় শর্ত ১৮

৮। নামাযের তৃতীয় শর্ত ১৮

৯। নামাযের চতুর্থ শর্ত ১৮

১০। নামাযের পঞ্চম শর্ত ১৯

১১। নামাযের ষষ্ঠ শর্ত ১৯

১২। নামাযের সপ্তম শর্ত ১৯

১৩। গোসলের বর্ণনা ২০

১৪। গোসল করার নিয়ম ২০

১৫। উযূর বর্ণনা ২২

১৬। উযূ করার নিয়ম ২২

১৭। উযূর ফরযসমূহ ২৬

১৮। উযূ ভঙ্গের কারণ ২৭

১৯। তায়াম্মুমের বর্ণনা ২৮

২০। তায়াম্মুমের নিয়ম ২৮

২১। তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ২৮

২২। নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ ২৯

২৩। ফজরের ওয়াক্ত ৩০

২৪। যোহরের ওয়াক্ত ৩০

২৫। আসরের ওয়াক্ত ৩০

www.pathagar.com

২৬।	মাগরিবের ওয়াক্‌ত	৩০
২৭।	ইশার ওয়াক্‌ত	৩১
২৮।	বিত্‌র নামায	৩১
২৯।	নামায আদায়ের নিয়ম	৩২
৩০।	নামাযের ফরযসমূহ	৪০
৩১।	নামাযের ওয়াজিবসমূহ	৪১
৩২।	সাহ্‌ সাজদা	৪২
৩৩।	নামায ভঙ্গের কারণসমূহ	৪৩
৩৪।	একটি ছকের সাহায্যে নামাযের পূর্ণ বিবরণ	৪৫
৩৫।	সুন্নাত ও নফল নামাযের বর্ণনা	৪৭
৩৬।	বিত্‌র নামায পড়ার নিয়ম	৪৮
৩৭।	দু'আ কুনূত	৪৯
৩৮।	জামা'আতে নামায আদায়	৫০
৩৯।	জুমু'আর নামায	৫১
৪০।	দুই 'ঈদের নামায	৫৩
৪১।	'ঈদের নামায আদায়ের নিয়ম	৫৩
৪২।	জানাযার নামায	৫৫
৪৩।	জানাযার নামায আদায় করার নিয়ম	৫৬
৪৪।	নামাযের শিক্ষা ও উপকারিতা	৫৯
৪৫।	নামাযের কয়েকটি সূরা	৬০

www.pathagar.com

ভূমিকা

ঈমানের পর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত হচ্ছে নামায। নামায না পড়লে মুসলমান থাকা যায় না এবং পরকালে জান্নাতেও যাওয়া যাবে না। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু‘মিন বান্দা এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ মু‘মিনগণ নামায আদায় করে, আর কাফের নামায আদায় করে না। তিনি আরো বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাকে নামাযের হিসেব দিতে হবে। যার নামাযের হিসেব সন্তোষজনক হবে সে সফলকাম হবে। আর যার নামাযের হিসেব সন্তোষজনক হবে না সে ব্যর্থ ও ধ্বংস হবে। এছাড়া নামায মানুষকে “যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” সুতরাং নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য ফরয।

ছোটবেলা থেকেই নামায আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। ছোটবেলা থেকে যারা নামায আদায়ে অভ্যস্ত না হয়, বড় হয়ে নামাযে পাবন্দ হওয়া তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতা-পিতা ও অভিভাবকের প্রতি হুকুম করেছেন ঃ

مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ لِعَشْرِ سِنِيْنَ -

“তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের হুকুম করো এবং দশ বছর বয়সে নামায আদায় না করলে তাদেরকে (মৃদু) প্রহার করো।”

বড়দের উপযোগী বেশ কয়েকটি নামায শিক্ষা বই রয়েছে। কিন্তু শিশুদের নামায শিক্ষার উপযোগী কোনো বই আমাদের সামনে নেই। অথচ শিশুদের উপযোগী নামায শিক্ষা বই-এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এ প্রয়োজনের তাকীদেই সহজ পদ্ধতিতে শিশুদের বোঝার মত সহজ সরল ভাষায় উযূ ও নামাযের চিত্র সহকারে আকর্ষণীয়ভাবে ছাত্র-শিক্ষক ও পিতা-পুত্রের পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুদের নামায শিক্ষার উপযোগী করে “এসো নামায শিখি” পুস্তিকাটি লিখা হয়েছে। পিতা-মাতা নিজেদের শিশু সন্তানদের হাতে বইখানা তুলে দিতে পারলে তা তাদের নামায শিখার জন্য অনেক সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

বইখানা লিখার কাজে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। নামায শিক্ষার ক্ষেত্রে বইখানা কিছুমাত্র সহায়ক হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন!

—মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

ছেলে মেয়েদের গড়ে তোলার ব্যাপারে মাতা-পিতার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সতর্কবাণী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ -

"প্রত্যেক মানব সন্তান ফিতরাতের (দ্বীন ইসলামের অনুকূল স্বভাবের) ওপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।"–(সহীহ্ আল বুখারী)

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنِّىْ خَلَقْتُ عِبَادِىْ حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ عَنْ دِيْنِهِمْ -

"আমি আমার সকল বান্দাকে (দ্বীনের প্রতি) একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি। পরবর্তীতে শয়তান তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে।"
–(সহীহ্ মুসলিম)

ইসলাম মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবের জীবনাদর্শ। আল্লাহ্ সব মানুষকেই সৃষ্টি করেন ফিতরাতের ওপর। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ ইসলামের অনুকূল স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর দরবারে সাজদায় লুটিয়ে পড়া, তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলা ও বিধি-নিষেধ পালন করা মানব প্রকৃতির অনুকূল দাবী। কিন্তু পিতা-মাতার শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিবারিক পরিবেশ নিরূপণ করে সন্তানের ভবিষ্যত জীবনাদর্শ কি হবে। পিতা-মাতা অমুসলিম হলে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে তাদের সন্তান নিজেদের মূল ফিতরাত থেকে বিচ্যুত হয়ে অমুসলিম হয়ে যায়।

পিতা-মাতা মুসলিম হলেও তাদের পারিবারিক পরিবেশ যদি ইসলামী না হয় এবং সন্তানদেরকে যদি ছোটবেলা থেকে ইসলামের আচার-ব্যবহার ও ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দিয়ে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তোলা না হয়, তাহলে সেসব সন্তান মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও কার্যত তারা অনৈসলামী পরিবেশ ও অনৈসলামী শিক্ষার প্রভাবে নিজেদের জন্মগত ফিতরাত

www.pathagar.com

তথা ইসলামী জীবনাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে। তারা নামে মুসলিম হলেও তাদের কাজে-কর্মে ও বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুশীলন হয় খুবই কম, বরং তাদের অনেকেই হয় ইসলাম বিমুখ কিংবা ইসলাম বিদ্বেষী। এভাবেই পিতা-মাতা তাদের প্রাণ প্রিয় সন্তানদেরকে নিজ হাতে আল্লাহর নাফরমান বানিয়ে দুনিয়ার জীবনে চরম অশান্তি ও বিপর্যয় এবং পরকালীন অনন্ত জীবনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির দিকে ঠেলে দেয়। এ সত্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরোক্ত বাণীর মর্মকথা।

অতএব, পিতা-মাতার ওপর ফরয, তাদের কলিজার টুকরা ও প্রাণ-প্রিয় সন্তানদেরকে জাহান্নামের কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষা করা। এজন্য তাদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো, সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকে নামায আদায় করাসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ ও ইসলামের আচার-আচরণ শিক্ষা দিয়ে ইসলামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা। এটা যেমন পিতা-মাতার মহান দায়িত্ব তেমনি এটা সন্তানদের সবচেয়ে বড় অধিকার। পিতা-মাতা সন্তানদেরকে ছোটবেলায় নামাযে অভ্যস্ত করার মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তুলতে পারলে বড় হয়ে তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, রাজনীতিক যাই হোক না কেন, বাস্তব জীবনে সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে ইসলামের অনুসারী হবে এবং আশা করা যায় যে, প্রতিকূল পরিবেশেও তারা ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে না। ফলে পার্থিব জীবনে তারা আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে পরম প্রশান্তি লাভ করবে এবং পরকালীন অনন্ত জীবনে জান্নাতের অফুরন্ত নি'আমত ও সীমাহীন সুখ ভোগ করবে।

www.pathagar.com

কয়েকটি মৌলিক আকীদা

শিক্ষক ঃ ছোট্ট মণিরা ! বলো তো, আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন ?

ছাত্র ঃ কেনো ! আমাদেরকে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। শুধু আমাদেরকেই নয়, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজী, গাছ-পালা, পশু-পাখি, নদী-সাগর সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর এসব সৃষ্টি করেছেন আমাদেরই কল্যাণের জন্যে। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই।

শিক্ষক ঃ চমৎকার বলেছো। এবার বলোতো, আল্লাহ্ আমাদেরকে কেনো সৃষ্টি করেছেন ?

ছাত্র ঃ আব্বুর কাছ থেকে শুনেছি, আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

শিক্ষক ঃ ঠিক বলেছো। তাহলে এবার বলো তো ইবাদত কাকে বলে ?

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, তাতো আমাদের জানা নেই।

শিক্ষক ঃ ছোট্ট মণিরা মনে রেখো, ইবাদত মানে দুনিয়ার জীবনে সব কাজ আল্লাহর হুকুম ও নবীর শিখানো নিয়ম মতো করা। আল্লাহর হুকুম ও নবীর শিখানো নিয়মের খেলাফ কোনো কাজ না করা।

ছাত্র ঃ উস্তাদজী তাহলে কি আমাদের খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই ইবাদত হবে ?

শিক্ষক ঃ হ্যাঁ, মুসলমানদের খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত এমনকি ঘুমানো এবং পেশাব-পায়খানা করাও ইবাদত, যদি তা আল্লাহর হুকুম ও নবীর শিক্ষা অনুযায়ী হয়।

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, নবী আবার কে ?

শিক্ষক ঃ নবীগণ হলেন, আল্লাহর প্রেরিত বান্দা বা তাঁর দূত। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মানুষ এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তাঁদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে

www.pathagar.com

আল্লাহর বাণী শুনান, আল্লাহর পথে ডাকেন, আল্লাহর হুকুম মত চলার আদেশ দেন এবং আল্লাহর হুকুম কিভাবে পালন করতে হবে তা তাঁরা নিজেরাই আমল করে দেখিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ সব যুগে সকল জাতির নিকট নবী পাঠিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী ও রাসূল আসবেন না।

শিক্ষক ঃ ছোট্ট মণিরা, তোমরা কি জান ইবাদত করলে কি লাভ হবে এবং না করলে কি ক্ষতি হবে ?

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, আম্মুর কাছ থেকে শুনেছি, দুনিয়ার জীবন আমাদের শেষ নয়। আমাদের বড় আব্বু, বড় দাদু সবাই মারা গেছেন। আমাদেরকেও একদিন মরতে হবে। মৃত্যুর পর আমাদেরকেও আল্লাহর দরবারে ফিরে যেতে হবে। একদিন আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র তথা মহাবিশ্বের সবকিছুই ধ্বংস ও মহাপ্রলয় হয়ে যাবে। তারপর হাশর হবে। সব মানুষকে আল্লাহর দরবারে একত্র করা হবে। তখন তিনি সবার নিকট থেকে হিসেব নেবেন দুনিয়ায় আমরা তাঁর হুকুম ও নবীর তরীকা মত চলেছি কি না ? তাঁর হুকুম ও নবীর তরীকা মতো চললে তিনি খুশী হয়ে আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। জান্নাত অফুরন্ত নি'আমত, সীমাহীন সুখ ও আরামের জায়গা। জান্নাতবাসীগণ চিরদিন জান্নাতে থাকবে।

আর আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরীকা মতো না চললে তিনি খুব রাগ হবেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নাম দাউ দাউ করে জ্বলন্ত আগুন, ভয়ানক দুঃখ কষ্ট ও শাস্তির জায়গা। জাহান্নামীরা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

শিক্ষক ঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ্। চমৎকার বলেছো। ছোট্ট মণিরা, এ দিনটিকেই পরকাল বা আখেরাত বলা হয়। আখেরাতের শুরু আছে কিন্তু এর কোনো শেষ নেই।

শিক্ষক ঃ ছোট্ট মণিরা, আমরা মুসলমান তাই না ? কিন্তু তোমরা কি জান মুসলমান কাকে বলে ?

www.pathagar.com

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, আমরা তো জানি না। দয়া করে আমাদেরকে বলে দিন।

শিক্ষক ঃ ঠিক আছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

আল্লাহ্ আমাদের জন্য কুরআনে বহু হুকুম নাযিল করেছেন, যেসব হুকুম মেনে চললে দুনিয়ার জীবনে শান্তি আসবে এবং আখেরাতে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আল্লাহর সেসব হুকুম কিভাবে পালন করতে হবে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শিখিয়ে গেছেন। যারা নবীর শিখানো নিয়ম অনুযায়ী জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে, তারাই কেবল মুসলমান।

ছোট্ট মণিরা! আল্লাহ্ কুরআনে মুসলমানদেরকে যেসব হুকুম করেছেন তার মধ্যে নামায হচ্ছে সবচেয়ে বড় হুকুম। তাই প্রথমেই মুসলমানদের নামায শেখা দরকার তাই না? এবার এসো আমরা নামায শিখি।

www.pathagar.com

নামাযের পরিচয়

শিক্ষক ঃ ছোট্ট মণিরা, নামায কি তা কি তোমরা জানো ?

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, আমরা তো তা জানি না। দয়া করে আপনি আমাদেরকে বলে দিন।

শিক্ষক ঃ শোনো, আল্লাহর বড় বড় অনেক ইবাদত রয়েছে। তার মধ্যে নামায কায়েম করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইবাদত।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নামায হলো জান্নাতের চাবী। তার মানে নামায কায়েম না করলে জান্নাতের দরজা খোলা যাবে না এবং জান্নাতে প্রবেশ করাও যাবে না।

ছোট্ট মণিরা ! এবার বুঝলে তো, নামাযের কত গুরুত্ব। এসো ! আমরা সবাই মিলে নামায কায়েম করি।

ছাত্র ঃ উস্তাদজী ! নামায কায়েম করা মানে কি ?

শিক্ষক ঃ নামায কায়েম করা মানে, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। সময় মতো আদায় করা। নামাযে তুমি আল্লাহকে দেখছো অথবা তিনি তোমাকে দেখছেন, তোমার মনের সব খবর জানেন এ ধ্যান করে পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে নত ও বিনম্রভাবে নামায আদায় করা। নামাযের সব নিয়ম-কানুন ঠিক মতো পালন করা। সবাই মিলে একত্রে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা।

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, আমরা নামায কেন কায়েম করবো ?

শিক্ষক ঃ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে নামায কায়েম করার হুকুম করেছেন। একবার দু'বার নয় বহুবার। নামায ছাড়া আর কোনো ইবাদতের হুকুম এতোবার করেননি। নামায আদায় করলে আল্লাহ খুশী হবেন এবং পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকেও বাঁচাবেন। তাই আমাদের নামায আদায় করতেই হবে।

www.pathagar.com

ছাত্র ঃ উস্তাদজী ! আমরা তো সবাই ছোট ! আমাদেরও কি নামায আদায় করতে হবে ?

শিক্ষক ঃ হ্যাঁ, তোমাদেরও নামায আদায় করতে হবে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত বছর বয়স থেকে ছেলে-মেয়েদের নামাযের অভ্যাস করানোর জন্য পিতা-মাতার প্রতি হুকুম করেছেন, তোমাদের কারো বয়স সাত বছর, কারো বয়স আরো বেশী, তাই তোমাদের সবারই নামায আদায় করতে হবে।

নামাযের শর্তসমূহের বিবরণ

ছাত্র ঃ উস্তাদজী ! নামায কিভাবে আদায় করতে হবে তা তো আমাদের জানা নেই, দয়া করে নামায আদায়ের নিয়ম আমাদেরকে শিখিয়ে দেবেন কি?

শিক্ষক ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই দেবো, মনে রেখো, নামায শুরু করার পূর্বে নামাযের প্রস্তুতি হিসেবে সাতটি কাজ খুবই জরুরী। এগুলোকে নামাযের শর্ত বলা হয়। নামাযের শর্ত মানে নামাযের বাইরের ফরয। এর মধ্যে কোনো একটি শর্ত যদি বাদ পড়ে অথবা সঠিকভাবে পালন না করা হয় তাহলে নামায হবে না। এবার বুঝলে তো ? শর্তগুলো কত জরুরী। নামাযের শর্তগুলো অবশ্যই জানা দরকার তাই না ? এবার শোনো, নামাযের শর্ত বা নামাযের বাইরের ফরয মোট সাতটি।

১. শরীর পবিত্র হওয়া
২. পোশাক পবিত্র হওয়া
৩. নামাযের জায়গা পবিত্র হওয়া
৪. সতর ঢাকা
৫. নামাযের ওয়াক্ত হওয়া
৬. কিবলামুখী হওয়া
৭. নিয়ত করা

নামাযের প্রথম শর্ত ঃ শরীর পবিত্র হওয়া

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, শরীর পবিত্র না হলে তো নামায হবে না তাই না ! তাহলে শরীর কিভাবে পবিত্র করতে হবে তা কি আমাদেরকে বলবেন ?

www.pathagar.com

শিক্ষক ঃ ছোট্ট মণিরা মনে রেখো, উযূ, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে শরীর পাক পবিত্র করা যায়। এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে। সেখানে তোমরা জানতে পারবে কিভাবে উযূ, গোসল ও তায়াম্মুম করতে হয়।

নামাযের দ্বিতীয় শর্ত ঃ পোশাক পবিত্র হওয়া

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, পোশাক পবিত্র হওয়া মানে কি?

শিক্ষক ঃ পোশাক পবিত্র হওয়া মানে, যে পোশাক পরে তোমরা নামায আদায় করবে তা নাপাক–যেমন মানুষ ও পশু পাখীর পেশাব, পায়খানা, লাদ, চোনা, রক্ত, পুঁজ, বমি, মদ প্রভৃতি ময়লা আবর্জনা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া। পোশাকে এ সবের মধ্য থেকে কোনো নাপাক লাগলে তা পবিত্র পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেললে পোশাক পবিত্র হয়ে যায়।

নামাযের তৃতীয় শর্ত ঃ নামাযের জায়গা পবিত্র হওয়া

শিক্ষক ঃ যে জায়গায় অথবা যে জায়নামাযে তোমরা নামায আদায় করবে তা পেশাব-পায়খানা প্রভৃতি নাপাক থেকে পবিত্র হতে হবে।

নামাযের চতুর্থ শর্ত ঃ সতর ঢাকা

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, সতর কাকে বলে?

শিক্ষক ঃ আল্লাহ্ নারী ও পুরুষের শরীরের যেসব অঙ্গ ঢেকে রাখার হুকুম করেছেন তাকে সতর বলা হয়। পুরুষের সতর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মেয়েদের সতর দুই হাতের তালু ও মুখমণ্ডল ছাড়া বাকী সমস্ত শরীর।

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, সতর কেনো ঢাকতে হয়?

শিক্ষক ঃ শরীরের লজ্জাস্থানসমূহকে সতর বলা হয়। সতর না ঢাকলে মানুষ নির্লজ্জ ও পশুর মত বেহায়া হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ সতর ঢাকা ফরয করে দিয়েছেন। সতর না ঢাকলে কবীরা গুনাহ হয় এবং সতর খোলা রেখে নামায আদায় করলে নামায হয় না। সুতরাং নামাযের মধ্যে ও নামাযের বাইরে সবসময় সতর ঢাকা ফরয।

www.pathagar.com

নামাযের পঞ্চম শর্ত ঃ নামাযের ওয়াক্ত হওয়া

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, নামাযের ওয়াক্ত হওয়া মানে কি ?

শিক্ষক ঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক নামাযের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যে নামাযের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট রয়েছে সে সময়টাই হচ্ছে সে নামাযের ওয়াক্ত। নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ সামনে রয়েছে। সেখানে বিস্তারিত জানতে পারবে।

নামাযের ষষ্ঠ শর্ত ঃ কিবলামুখী হওয়া

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, কিবলামুখী হওয়া মানে কি ?

শিক্ষক ঃ কিবলামুখী হওয়া মানে, কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। আমাদের দেশ থেকে কা'বা পশ্চিম দিকে। তাই পশ্চিম দিক হলো আমাদের জন্য কিবলা। কিবলামুখী হওয়া মানে, সোজা পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ানো।

নামাযের সপ্তম শর্ত ঃ নিয়ত করা

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, নিয়ত কিভাবে করতে হয় ?

শিক্ষক ঃ শোনো ! নিয়ত হলো মনের কাজ। মনে মনে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করার নামই নিয়ত।

তুমি যে নামায পড়বে এবং যত রাক'আত পড়বে, নামাযে দাঁড়িয়ে মনে মনে তার ইচ্ছা করবে। তাতেই তোমার নামাযের নিয়ত হয়ে যাবে, নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার দরকার হয় না।

শিক্ষক ঃ ছোট্ট মণিরা মনে রেখো, নামাযের এ শর্তগুলো সব নামাযেই লাগবে। তবে জানাযার নামাযের জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। তাই কেবল জানাযার নামাযে ওয়াক্ত হওয়ার শর্তটির দরকার হয় না।

www.pathagar.com

গোসলের বর্ণনা

শিক্ষক ঃ ছোট্ট মণিরা ! এবার এসো, আমরা গোসলের আলোচনা করি। পানি দিয়ে সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলাকে গোসল বলা হয়।

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, গোসল কেনো করতে হয়, গোসল না করে কি নামায আদায় করা যায় না ?

শিক্ষক ঃ সোনা মণিরা মনে রেখো, দু'টো কারণে গোসল করা হয়।

১. শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ রাখার জন্য, যা আমরা দৈনিক করে থাকি। এ রকম গোসল না করলেও নামায পড়া যায়।

২. শরীর নাপাক হলে গোসল ফরয হয়। তখন শরীর পাক পবিত্র করার জন্য গোসল করতেই হয়। গোসল না করে নাপাক শরীরে নামায পড়া যায় না। শরীর নাপাক হওয়ার কারণ তোমরা বড় হলে জানতে পারবে।

গোসল করার নিয়ম

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, কিভাবে গোসল করতে হবে তা আমাদেরকে বলবেন কি ?

শিক্ষক ঃ হ্যাঁ বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

- ☞ প্রথমে পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার নিয়ত করবে।
- ☞ এরপর 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে দু' হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধোবে।
- ☞ তারপর লজ্জাস্থান ধোবে। শরীরের কোথাও কোনো নাপাক লেগে থাকলে তা ভালো করে ধুয়ে ফেলবে।
- ☞ এরপর নামাযের উযূর মতো উযূ করে প্রথমে ডান কাঁধে তারপর বাম কাঁধে এরপর মাথায় পানি ঢালবে।
- ☞ তারপর সাবান ও তোয়ালে দিয়ে অথবা খালি হাতে সমস্ত শরীর ঘষে ঘষে পরিষ্কার করবে এবং সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দেবে যেনো শরীরের কোথাও চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে।
- ☞ সবশেষে গামছা অথবা তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে ফেলবে।

www.pathagar.com

শিক্ষক ঃ ছোট্ট মণিরা, তোমরা কি জানো গোসলের ফরয কয়টি ?

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, আমরা তো তা জানি না।

শিক্ষক ঃ বেশ তাহলে শোনো ! গোসলের ফরয ৩টি, যথা ঃ

১ ভালো করে কুলি করা, যেনো কুলি করার সময় সমস্ত মুখে পানি পৌঁছে যায়।

২ নাকে পানি দেয়া এবং নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো।

৩ সারা শরীরে পানি ঢেলে দেয়া যেনো শরীরের কোথাও চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে।

www.pathagar.com

উযূর বর্ণনা

শিক্ষক ঃ সোনা মণিরা, নামায পড়ার পূর্বে উযূ করবে তারপর নামায পড়বে। কেমন ?

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, নামাযের জন্য উযূ করতে হয় কেনো ?

শিক্ষক ঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা নামাযের চাবি। অর্থাৎ চাবি ছাড়া যেমন তালা খোলা যায় না তেমনি পবিত্র হওয়া ছাড়া নামাযও আদায় করা যায় না। আর উযূ না করে পবিত্র হওয়া যায় না।

তাই নামায আদায়ের জন্য উযূ করা ফরয।

উযূ করার নিয়ম

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, উযূ কিভাবে করতে হয় তা তো আমরা জানি না, আমাদেরকে উযূ করার নিয়ম শিখিয়ে দেবেন কি ?

শিক্ষক ঃ হ্যাঁ দেবো, এসো উযূ কিভাবে করবে শোনো।

☞ প্রথমে উযূর নিয়ত করবে।

পূর্বেই বলেছি। নিয়ত হলো মনের কাজ। মনে মনে এ ইচ্ছা করবে যে, আল্লাহর হুকুম পালন করা ও তাঁকে খুশি করার জন্য উযূ করছি। মুখে বলার দরকার হবে না।

☞ তারপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে উযূ শুরু করবে।

☞ এরপর নীচের দু'আটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমার গুনাহ মাফ করে দিন। আমার জন্য আমার বাসস্থান প্রশস্ত করুন এবং আমার জীবিকায় বরকত দান করুন।"

☞ এরপর মিসওয়াক করবে।

www.pathagar.com

☞ তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে দু' হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোবে।

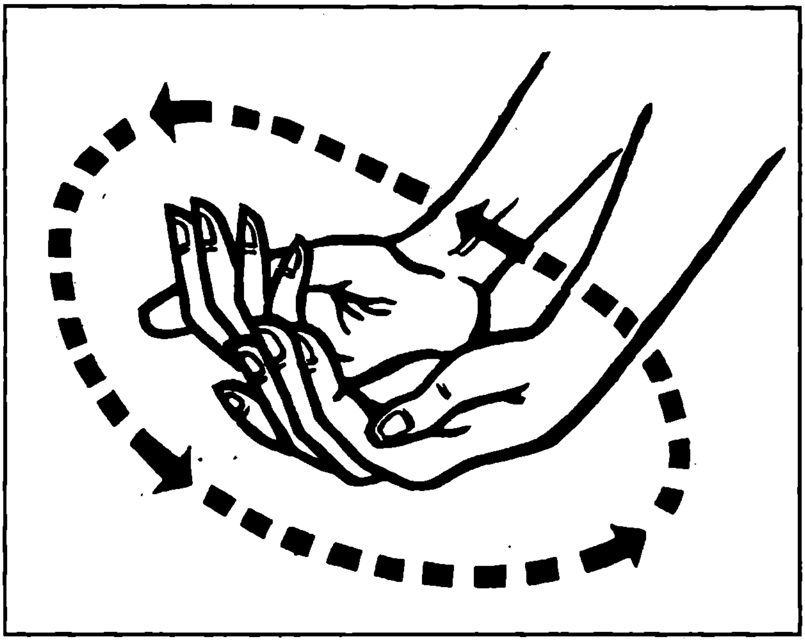

☞ তারপর ভালো করে তিনবার কুলি করবে।

☞ অতপর ডান হাতে তিনবার নাকে পানি দেবে এবং প্রতিবারই বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করে ঝেড়ে ফেলবে।

www.pathagar.com

☞ এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধোবে। প্রতিবারই হাতের তালু ভরে পানি নিয়ে কপালের ওপরের চুলের গোড়া থেকে থুত্‌নির নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের গোড়া থেকে অপর কানের গোড়া পর্যন্ত

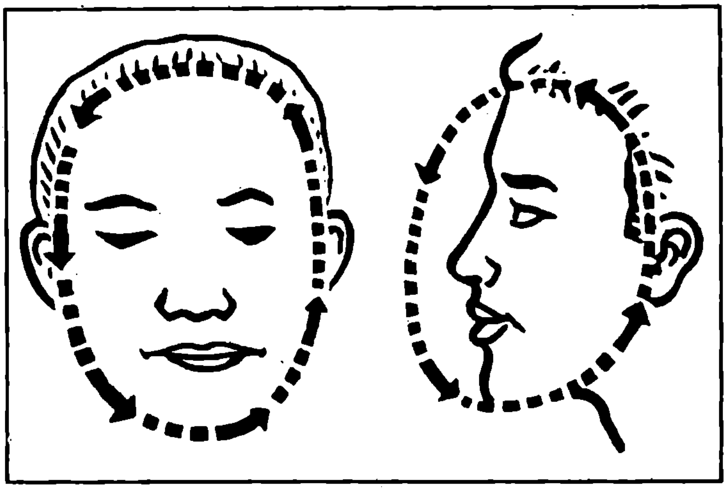

সমস্ত মুখমণ্ডল ভালোভাবে ধোবে যেনো কোথাও চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে।

☞ তারপর দু' হাত কনুইসহ তিনবার ধোবে। প্রথমে ডান হাতের তালু ভরে পানি নিয়ে বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ভাল করে ঘষে ঘষে ধোবে। এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতের কনুই সহ ভালো করে ঘষে ঘষে তিনবার ধোবে, যেনো দু' হাতের কোথাও

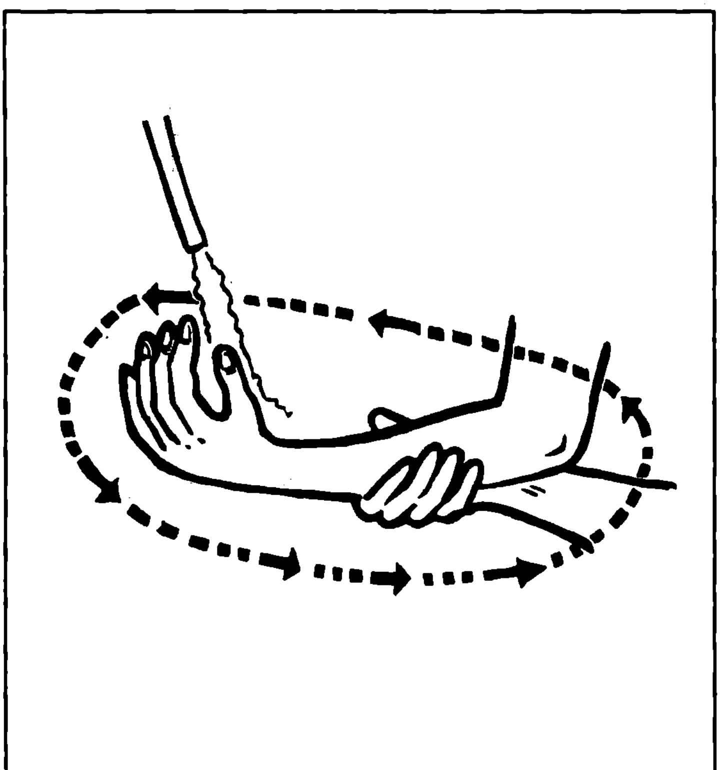

www.pathagar.com

বিন্দুমাত্র শুকনো না থাকে।

☞ এরপর নতুন পানি নিয়ে দু'হাত ভিজিয়ে দু'হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করবে। মাথা মাসেহ করার নিয়ম হলো, দু'হাত মাথার ওপর রেখে হাত দু'খানা প্রথমে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে টেনে নেবে। এরপর পেছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে আনবে।

☞ এরপর দু'হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে দু'কানের ভিতরের অংশ এবং বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বাইরের অংশ মাসেহ করবে।

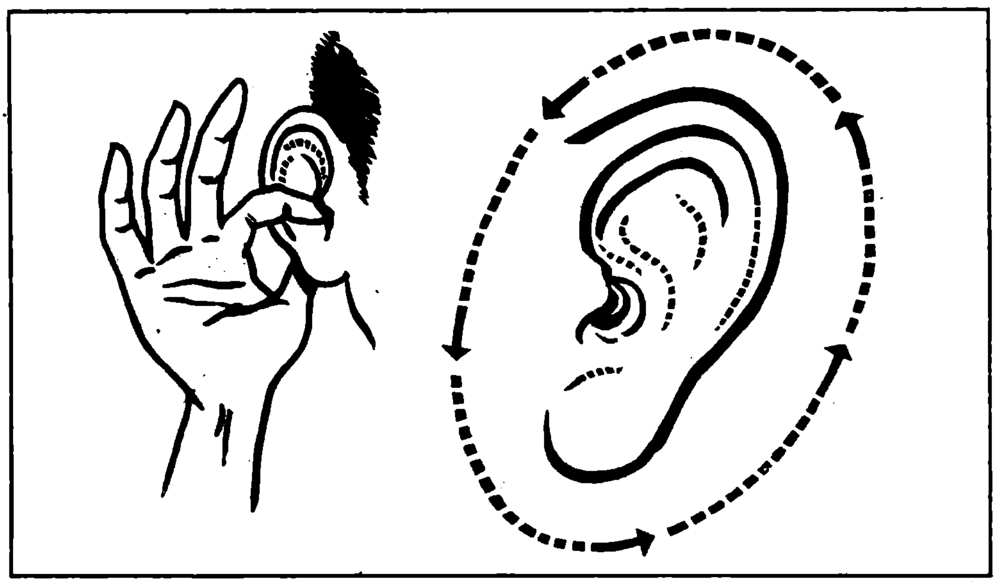

www.pathagar.com

☞ সবশেষে দু'পা টাখনুগিরাসহ তিনবার খুব ভালো করে বাম হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ধোবে যেনো কোথাও বিন্দু মাত্র শুকনো না থাকে। পা ধোয়া হলো উযূর

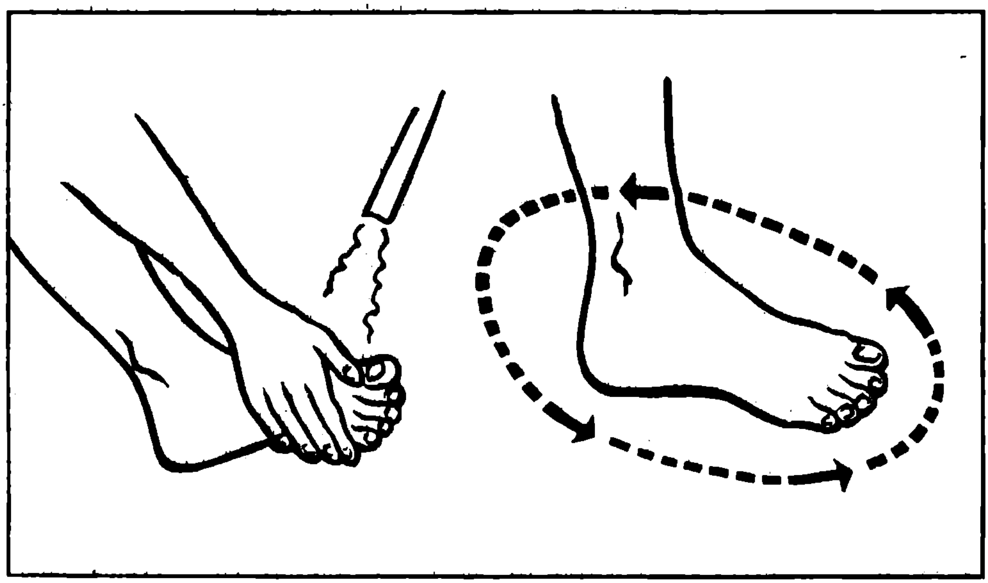

সর্বশেষ কাজ। উযূ শেষ করে নীচের দু'আটি পড়বে।

মনে রেখো, উযূর পর সবসময় এ দু'আ পড়লে আটটি জান্নাতের সবগুলোতে প্রবেশ করতে পারবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ۔

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

উযূর ফরযসমূহ

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, উযূ করার নিয়ম বললেন কিন্তু উযূর ফরয কয়টি ও কি কি তা তো বললেন না ?

www.pathagar.com

শিক্ষক ঃ উযূর ফরয চারটি যথা ঃ

১ একবার মুখমণ্ডল ধোয়া। অর্থাৎ কপালের ওপরের চুলের গোড়া থেকে থুত্‌নির নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের গোড়া থেকে অপর কানের গোড়া পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ভালো করে ধোয়া।

২ দু' হাত কনুইসহ একবার ধোয়া।

৩ মাথার চার ভাগের এক ভাগ একবার মাসেহ করা।

৪ দু' পা টাখনুসহ একবার ধোয়া।

মনে রেখো, এ চারটি কাজ উযূর মূল কাজ। এর যে কোনো একটি বাদ পড়লে কিংবা এর মধ্যে কোনো অঙ্গের চুল পরিমাণ জায়গা শুকনো থাকলে উযূ হবে না। আর উযূ না হলে নামাযও হবে না।

উযূ ভঙ্গের কারণ

শিক্ষক ঃ কি কি কারণে উযূ নষ্ট হয় তা কি তোমরা জানো ?

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, তা তো আমরা জানি না।

শিক্ষক ঃ ঠিক আছে শোনো !

১ পেশাব পায়খানা করলে।

২ পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে বায়ু, ক্রিমি ইত্যাদি বের হলে।

৩ শরীরের কোনো জায়গা থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে।

৪ মুখ ভরে বমি করলে।

৫ মুখ ভরে বমি হলো না, কিন্তু বার বার হলো, যার পরিমাণ মুখ ভরে বমি হওয়ার সমান, তাহলে উযূ ভেঙ্গে যাবে।

৬ থুথুর সাথে রক্ত আসলে যদি রক্তের পরিমাণ থুথুর চেয়ে বেশী হয়, তাহলে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে।

৭ চিত হয়ে, কাত হয়ে অথবা হেলান দিয়ে ঘুমালে।

৮ বেহুঁশ হয়ে গেলে।

৯ পাগল হয়ে গেলে।

১০ নামাযের মধ্যে জোরে হাসলে। এসব কারণে উযূ ভেঙ্গে যায়।

www.pathagar.com

তায়াম্মুমের বর্ণনা

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, তায়াম্মুম কাকে বলে ?

শিক্ষক ঃ পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলা হয়। ছোট্ট মণিরা মনে রেখো, পানি দ্বারা উযূ ও গোসল করে যেমন পবিত্রতা অর্জন করা যায় তেমনি কখনও পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে তখন উযূ ও গোসলের বিকল্প হিসেবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

তায়াম্মুমের নিয়ম

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, তায়াম্মুম কিভাবে করতে হয়।

শিক্ষক ঃ প্রথমে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে।

- এরপর দু' হাত পাক মাটিতে মেরে তা দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করবে।
- তারপর আবার দু' হাত মাটিতে মেরে প্রথমে বাম হাত দ্বারা ডান হাতের কনুইসহ মাসেহ করবে।
- এরপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কনুইসহ মাসেহ করবে। এটাই তায়াম্মুমের নিয়ম।

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, তায়াম্মুমের ফরয কয়টি ও কি কি ?

শিক্ষক ঃ তায়াম্মুমের ফরয তিনটি, যথা ঃ

১ পাক-পবিত্র হওয়ার নিয়ত করা।

২ দু' হাত পাক মাটিতে মেরে সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করা।

৩ দু'হাত পাক মাটিতে মেরে কনুইসহ দু'হাত একবার মাসেহ করা।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

ছাত্র ঃ উস্তাদজী, কি কি কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় ?

শিক্ষক ঃ যেসব কারণে উযূ ভেঙ্গে যায় সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যায়। এছাড়া পানি পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়। তখন উযূ করে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ

পিতা ঃ ইবরাহীম, এতো দিন তুমি তোমার উস্তাদজীর কাছে নামাযের অনেক নিয়ম শিখেছো। তিনি খুব সুন্দর শিখিয়েছেন। এবার এসো, নামাযের বাকি নিয়ম-কানুন আমি তোমাকে শিখাবো। ঠিক আছে ?

পিতা ঃ ইবরাহীম, বলোতো, রাত দিনে আল্লাহ্ কতো ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন ?

পুত্র ঃ আব্বু, আপনি দয়া করে বলে দিন।

পিতা ঃ ইবরাহীম, রাত দিনে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যথা ঃ ফযর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা।

পুত্র ঃ আব্বু, ফরয নামায কাকে বলে ?

পিতা ঃ ইবরাহীম, আল্লাহ্ কুরআনে যে নামায আদায় করার হুকুম করেছেন, সে নামাযই হলো ফরয নামায। এ নামায আদায় করলে আল্লাহ্ বড় খুশী হবেন এবং পরকালে জান্নাতে বিরাট প্রতিদান দেবেন। আর আদায় না করলে আল্লাহ্ বড় রাগ হবেন এবং পরকালে জাহান্নামে ফেলে কঠোর শাস্তি দেবেন।

পুত্র ঃ আব্বু, রাত দিনে মোট কতো রাক'আত নামায ফরয ?

পিতা ঃ ইবরাহীম, রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র সতের রাক'আত নামায আল্লাহ্ আমাদের ওপর ফরয করেছেন।

পুত্র ঃ আব্বু, দয়া করে বলবেন কোন্ ওয়াক্তে কতো রাক'আত নামায ফরয ?

পিতা ঃ হ্যাঁ বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

ফজরের ওয়াক্তে ২ রাক'আত,

যোহরের ওয়াক্তে ৪ রাক'আত

আসরের ওয়াক্তে ৪ রাক'আত

মাগরিবের ওয়াক্তে ৩ রাক'আত এবং

www.pathagar.com

ইশার ওয়াক্‌তে ৪ রাক‘আত। দেখলে তো, রাত দিনে মোট এই ১৭ রাক‘আত নামায ফরয।

ফজরের ওয়াক্‌ত

পুত্র : আব্বু ফজরের ওয়াক্‌ত কখন হয়?

পিতা : ইবরাহীম, রাতের শেষে পূব আকাশে আঁধার চিরে যখন ভোরের আলো প্রকাশ পায় তখন ফজরের ওয়াক্‌ত শুরু হয় এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের সময় থাকে।

যোহরের ওয়াক্‌ত

পুত্র : আব্বু, যোহরের নামাযের ওয়াক্‌ত কখন হয়?

পিতা : দুপুরে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর যোহরের সময় শুরু হয় এবং প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার মূল ছায়া ছাড়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের সময় থাকে। তবে ছায়া কাঠির একগুণ থাকতেই যোহরের নামায আদায় করে নেবে।

পুত্র : আব্বু, মূল ছায়া কাকে বলে?

পিতা : ঠিক দুপুর বেলা একটা কাঠি সোজা করে দাঁড় করালে তার গোড়ায় যে ছায়া পড়ে সেটাই তার মূল ছায়া।

আসরের ওয়াক্‌ত

পুত্র : আব্বু, আসরের ওয়াক্‌ত কখন হয়?

পিতা : যোহরের সময় শেষ হওয়ার পর আসরের ওয়াক্‌ত শুরু হয় এবং সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত আসরের সময় থাকে। তবে সূর্য লাল বর্ণ ধারণ করার পূর্বেই আসরের নামায আদায় করে নেবে।

মাগরিবের ওয়াক্‌ত

পুত্র : আব্বু, মাগরিবের নামাযের ওয়াক্‌ত কখন হয়?

পিতা : সূর্য ডোবার পর মাগরিবের ওয়াক্‌ত শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে লাল রং মুছে যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের ওয়াক্‌ত থাকে।

www.pathagar.com

ইশার ওয়াক্ত

পুত্র ঃ আব্বু, ইশার নামায কখন আদায় করতে হয় ?

পিতা ঃ ইবরাহীম, তুমি লক্ষ্য করলে অবশ্যই দেখবে, মাগরিবের নামাযের সময় শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর পশ্চিম আকাশ অন্ধকার হয়ে পূব-পশ্চিম সমান অন্ধকার হয়ে যায়, তখন থেকে ইশার নামাযের সময় শুরু হয় এবং ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ইশার সময় থাকে। তবে রাত বারটার পূর্বেই ইশার নামায আদায় করতে হয়। মনে রেখো, ইশার নামাযের পর বিতরের নামায আদায় করতে হয়।

বিতর নামায

পুত্র ঃ বিতর নামায কাকে বলে আব্বু ?

পিতা ঃ ইশার নামায আদায় করার পর তিন রাক'আত ওয়াজিব নামায আদায় করতে হয়, এ নামাযকে বিতর নামায বলে।

পুত্র ঃ আব্বু, বিতর নামাযের সময় কখন হয় ?

পিতা ঃ ইশার সময় ও বিতরের সময় একই, তবে ইশার নামায আদায় করার পর বিতর নামায আদায় করতে হয়। তবে বিতর নামায শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর আদায় করাই উত্তম।

পুত্র ঃ আব্বু, ওয়াজিব নামায কাকে বলে ?

পিতা ঃ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নামায আদায় করার হুকুম করেছেন, আর তিনি নিজেও সবসময় আদায় করতেন, যে নামায আদায় না করলে গুনাহ্ হবে এবং পরকালে শাস্তি দেয়া হবে, তাকে ওয়াজিব নামায বলে।

www.pathagar.com

নামায আদায়ের নিয়ম

পুত্র ঃ আব্বু, কিভাবে নামায আদায় করতে হবে তা আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

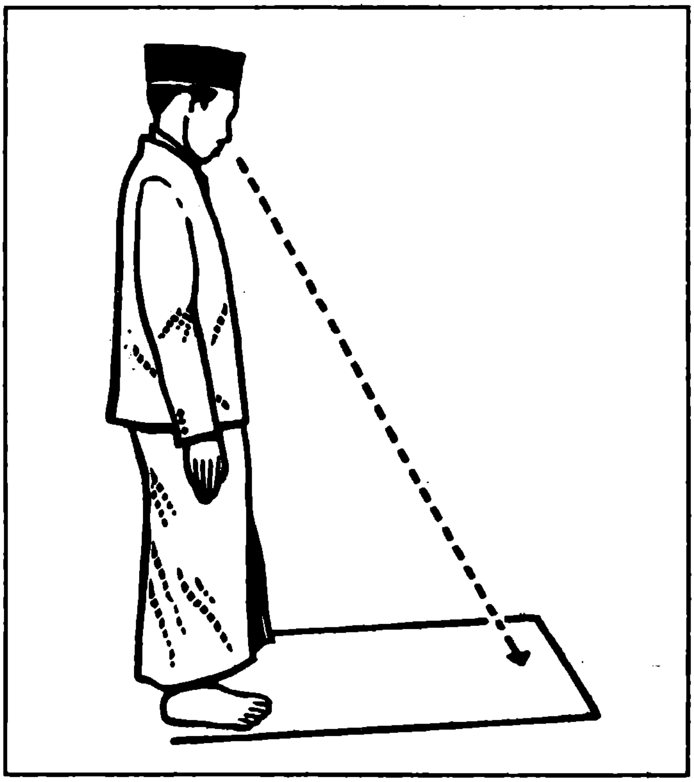

পিতা ঃ ইবরাহীম, তাহলে মনোযোগ দিয়ে শোনো। নামাযের শর্ত সবগুলো সঠিকভাবে পালন হয়ে থাকলে এসো, এবার পশ্চিম দিকে মুখ করে মনে মনে নামায আদায়ের নিয়ত করে দাঁড়িয়ে যাও এবং

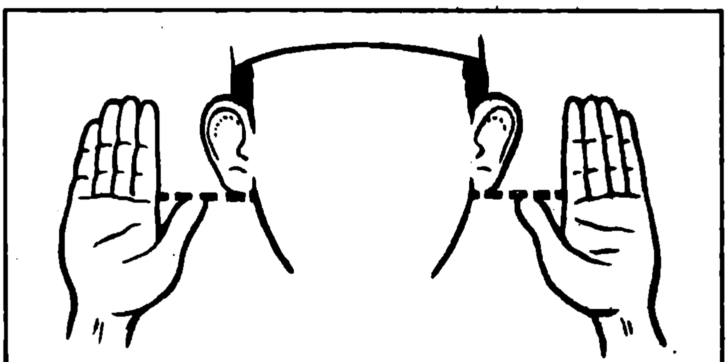

০ দু'হাতের তালু পশ্চিম দিকে ফিরিয়ে কানের লতি বরাবর উঠাও। এবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) বলে হাত দু'খানা নামিয়ে

www.pathagar.com

আনো এবং বাম হাতের ওপর ডান হাত রেখে হাত দু'খানা বুকে অথবা নাভির নীচে বাঁধ।

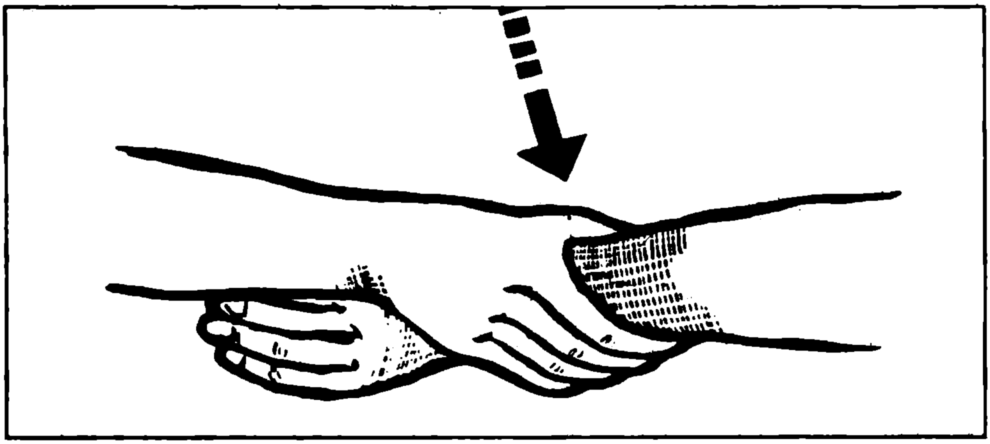

মনে রেখো, একে তাকবীর তাহরীমা বলা হয়।

০ এরপর পড়োঃ

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। বরকতময় আপনার নাম এবং আপনার মর্যাদা বহু ঊর্ধে। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"

০ এরপর পড়োঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থঃ "আমি বিতাড়িত মারদূদ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

অর্থঃ "আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি দয়াময় ও মেহেরবান।"

০ এবার (সূরা ফাতিহা) পড়োঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ

www.pathagar.com

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ۝

অর্থ ঃ "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক। যিনি দয়াময় মেহেরবান। বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথ দেখান। ঐসব লোকের পথ যাঁদেরকে আপনি নি'আমত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

০ সূরা ফাতিহা পড়ার পর তোমার মুখস্ত কুরআনের বড় যে কোনো এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত অথবা ছোট যে কোনো একটা সূরা পড়ো।

যেমন সূরা আল কাউসার ঃ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

অথবা সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

০ এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে রুকূ' করো।

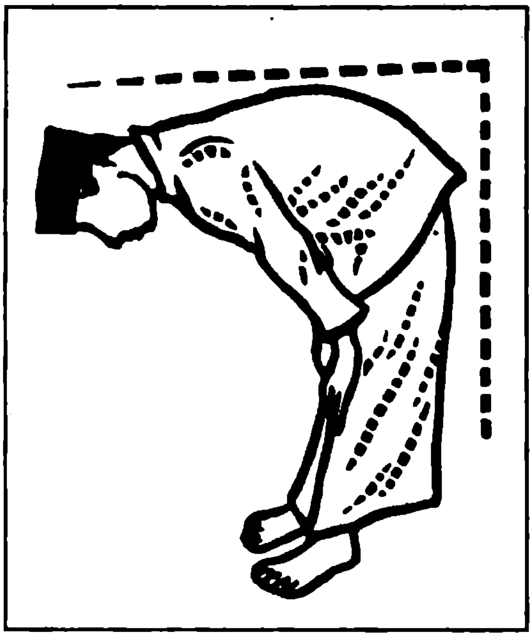

অর্থাৎ মাথা নীচু করে দু' হাত দিয়ে মজবুত করে হাঁটু ধরো এবং কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত টেবিলের মতো সমান করে ফেলো।

০ আর এ তাসবীহটি سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ কমপক্ষে তিনবার পড়ো।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

০ এরপর রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

০ এবং দাঁড়াবার সময় বলো سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ্ তার কথা শোনেন।"

০ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলো ঃ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব ! যাবতীয় প্রশংসা আপনারই জন্য।"

০ অতপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সাজদাহ্ করো। অর্থাৎ প্রথমে হাঁটু তারপর

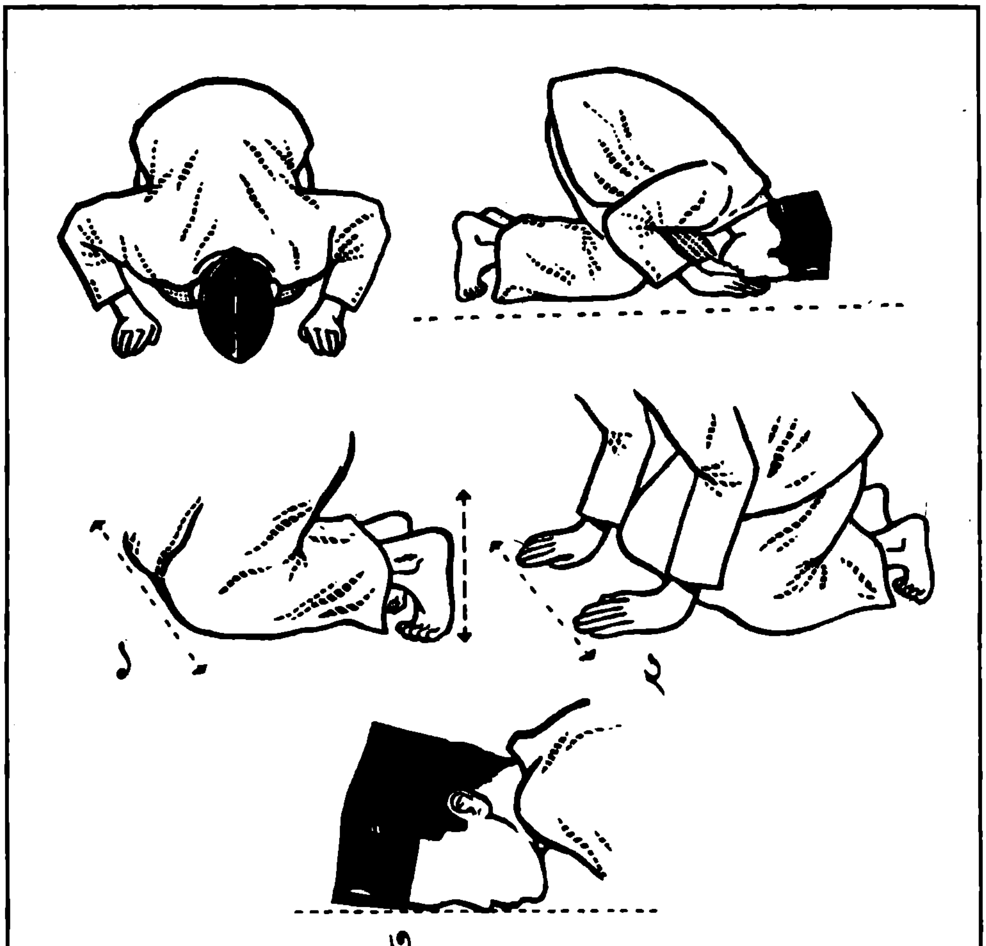

www.pathagar.com

হাত তারপর নাক ও কপাল মাটিতে রাখো। নাক থাকবে দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাঝখানে।

০ আর এ তাসবীহটি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى কমপক্ষে তিনবার পড়ো।

অর্থ ঃ "আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

০ এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সাজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার ওপর সোজা হয়ে বসো এবং ডান পা খাড়া রাখো। হাত দু'খানা উরুর ওপর এমনভাবে রাখো যেনো হাতের আঙ্গুলের মাথা হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে।

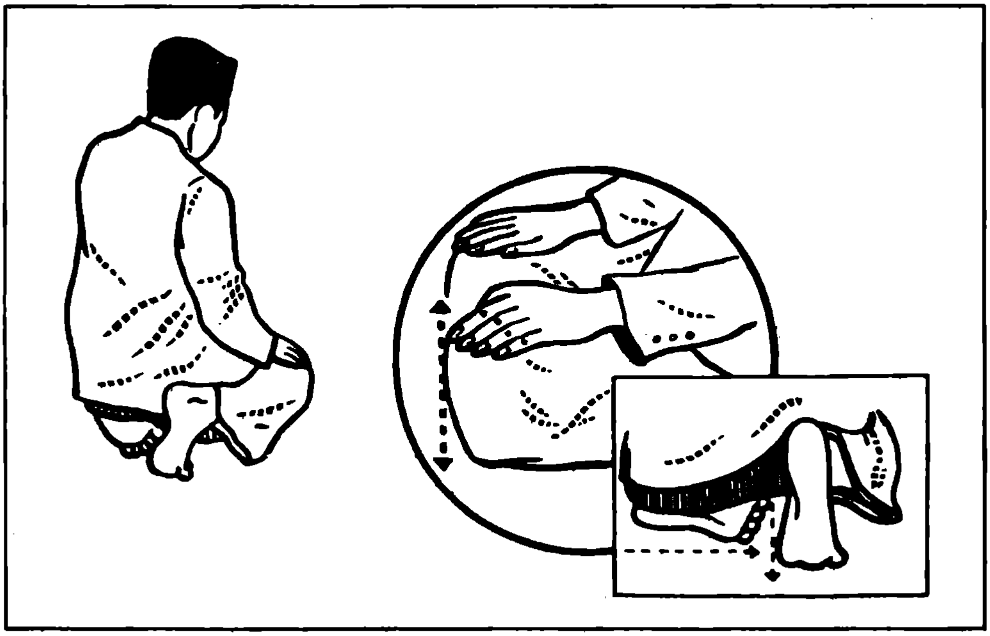

০ আর এ দু'আটি رَبِّ اغْفِرْلِىْ এক, দুই অথবা তিনবার পড়ো।

অর্থ ঃ "হে আমার রব ! আমাকে ক্ষমা করুন।"

০ তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে আবার সাজদাহ করো এবং আগের মতো সাজদাহর তাসবীহটি পড়ো।

০ এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও।

www.pathagar.com

এতক্ষণে তোমার প্রথম রাক'আত শেষ হয় দ্বিতীয় রাক'আত শুরু হলো। মনে রেখো, প্রতি রাক'আতে এক সাথে পরপর দুই সাজদাহ করতে হয়।

০ এরপর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়ো।

অতপর আগের মতো তোমার মুখস্ত কুরআনের আয়াত বা সূরা পড়ো।

তারপর রুকূ' করো।

০ রুকূ'তে আগের মতো রুকূ'র তাসবীহটি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ পড়ো এরপর রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

০ দাঁড়াবার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলো এবং

০ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলো رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

০ এরপর পূর্বের ন্যায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সাজদাহ করো।

০ সাজদায় আগের মতোই সাজদার তাসবীহটি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়ো।

০ এরপর সাজদাহ থেকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে আগের মতো সোজা হয়ে বসো এবং পড়ো رَبِّ اغْفِرْلِىْ

০ এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে দ্বিতীয় সাজদাহ করো এবং سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়ো।

০ সাজদাহ থেকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে আগের মতো সোজা হয়ে বসো।

০ তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়ো ঃ

আত্তাহিয়্যাতু

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

অর্থ ঃ "সকল প্রকার প্রশংসা ও অভিনন্দন, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। হে নবী ! আপনার ওপর বর্ষিত হোক শান্তি, আল্লাহর

www.pathagar.com

রহমত এবং তাঁর খায়ের ও বরকত। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

মনে রেখো, তুমি যে নামাযের নিয়ত করেছো তা যদি দু'রাক'আত বিশিষ্ট হয় (যেমন ফজরের নামায) তাহলে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর নীচের দুরূদটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার পরিজনের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। যেমন রহমত বর্ষণ করেছেন আপনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওপর ও ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয় আপনি মহা প্রশংসিত ও মহাগৌরবময়। হে আল্লাহ ! বরকতপূর্ণ করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে, যেমন বরকতপূর্ণ করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসার অধিকারী ও গৌরবের মালিক।"

০ এরপর নীচের দু'আ মাসূরাটি পড়ো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমি আমার ওপর বড় যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, যে আমার গুনাহ মাফ করতে পারে। অতএব আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"

www.pathagar.com

০ এবার সালাম ফিরাও–

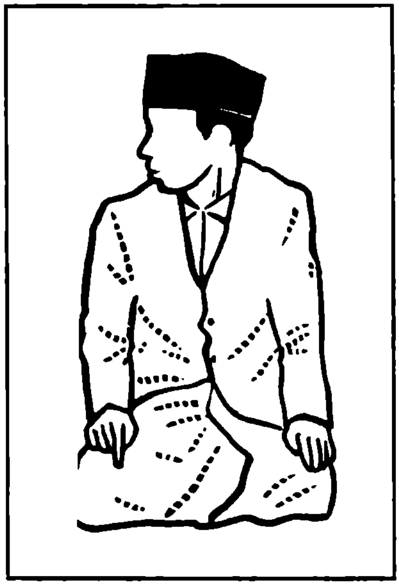

অর্থাৎ ডান দিকে ফিরে বলো اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (তোমাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) এবং বাম দিকে ফিরে বলো اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ সালাম ফিরানোর মাধ্যমে দু'রাক'আত নামায আদায় হয়ে গেলো।

তুমি যে নামাযের নিয়ত করেছো তা যদি তিন রাক'আত বিশিষ্ট হয়–(যেমন মাগরিবের নামায) তাহলে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দুরূদ ও দু'আ মাসূরা না পড়ে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাও।

০ দাঁড়িয়ে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে পূর্বের নিয়মেই রুকূ' ও দুই সাজদাহ করে তৃতীয় রাক'আত শেষ করো। এরপর সোজা হয়ে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাও।

তোমার নামায যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট হয় (যেমন যোহর, আসর ও 'ইশা) তাহলে তৃতীয় রাক'আত শেষ করে না বসে চতুর্থ রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাও।

০ দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাক'আতের মতোই শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে আগের নিয়মে রুকূ' ও দুই সাজদাহ করো। এরপর সোজা হয়ে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাও।

এভাবেই দুই, তিন ও চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযসমূহ আদায় করতে হয়। মনে রেখো, সালাম ফিরালেই নামায শেষ হয়ে যায়।

০ এরপর কিছু দু'আ পড়া সুন্নাত কেউ দু'আ না পড়ে অন্য কোনো নামায বা অন্য কাজ করতে চাইলে তাও করতে পারে।

ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর

www.pathagar.com

নীচের দু'আগুলো পড়া সুন্নাত ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ،

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ ،

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্ ! আপনি শান্তির প্রতীক। শান্তির ধারা আপনার থেকেই প্রবাহিত হয়। আপনি বরকতপূর্ণ, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক।"

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র তিনিই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্ ! আপনি যা দান করেন তা কেউ রোধ করতে পারবে না। আর আপনি যা রোধ করেছেন তা কেউ দিতে পারবে না এবং কোনো সম্পদশালীর সম্পদ তার উপকার করতে পারে না। আর সম্পদ তো আপনার হাতেই।"

নামাযের ফরযসমূহ

পিতা ঃ ইবরাহীম, নামায আদায়ের নিয়ম জানতে পেরেছো তাই না ? এবার বলোতো নামাযের মধ্যে কি কি কাজ করা ফরয ?

পুত্র ঃ আব্বু, নামাযের মধ্যে কি কি কাজ করা ফরয তাতো নামায আদায়ের নিয়মের মধ্যে বলা হয়নি। কাজেই আমি তা বলতে পারছি না।

পিতা ঃ ঠিক বলেছো, এবার শোনো।

www.pathagar.com

নামাযের ভিতরে ও বাইরে মোট ১৩টি ফরয। বাইরের ফরয হলো ৭টি এবং ভিতরের ফরয হলো ৬টি। বাইরের ফরযগুলোকে নামাযের শর্ত বলা হয়। ইতিপূর্বে তা আলোচনা করা হয়েছে তাই না ? আর ভিতরের ফরযগুলোকে নামাযের রুকন বলা হয়।

নামাযের রুকন ৬টি হলো ঃ

১ তাকবীর তাহরীমা–অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করা।

২ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা।

৩ কিরা'আত পড়া। অর্থাৎ কুরআনের ছোট তিন আয়াত বা ছোট তিন আয়াতের সমান বড় যে কোনো এক আয়াত অথবা ছোট যে কোনো একটি সূরা পড়া।

৪ রুকূ' করা। রুকূ' করার নিয়ম আগেই বলা হয়েছে তাই না ?

৫ সাজদাহ করা। প্রতি রাক'আতে দু' সাজদাহ করা ফরয। সাজদাহ করার নিয়মও ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

৬ শেষ বৈঠকে বসে নামায শেষ করা। অর্থাৎ যতো রাক'আত নামায আদায়ের নিয়ত করবে ততো রাক'আত নামায আদায় করার পর বসে আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা।

এ ছয়টির কোনো একটি রুকন যদি বাদ পড়ে, তাহলে নামায আদায় হবে না।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

পিতা ঃ ইবরাহীম, বলো তো, নামাযের ওয়াজিব কাকে বলে ?

পুত্র ঃ আব্বু, আপনি বলে দিন।

পিতা ঃ নামাযের মধ্যে এমন কিছু কাজ আছে, যার মধ্য থেকে কোনো একটি কাজ ভুলে বাদ গেলে সাহু সাজদাহ দিয়ে নামায শুদ্ধ করতে হয়। আর ইচ্ছা করে বাদ দিলে নামায পুনরায় পড়তে হয়। এরূপ কাজকে নামাযের ওয়াজিব বলা হয়।

পুত্র ঃ আব্বু, নামাযের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি ?

পিতা ঃ নামাযের ওয়াজিব মোট ১২টি।

www.pathagar.com

[১] সূরা ফাতিহা পড়া।

[২] সূরা ফাতিহা পড়ার পর কিরা'আত পড়া। ফরয নামাযের কেবল প্রথম দু' রাক'আতে এবং সুন্নাত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে কিরাআত পড়া ওয়াজিব।

নামাযের ফরযসমূহের বর্ণনায় কিরাআতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ভুলে গেলে সেখান থেকে দেখে নিও।

[৩] তা'দীলে আরকান। অর্থাৎ নামাযের রুকনগুলো ধীর-স্থিরভাবে আদায় করা।

[৪] তারতীব ঠিক রাখা। অর্থাৎ ফরয ও ওয়াজিব যখন যেটা আদায় করার নিয়ম রয়েছে তখন সেটা আদায় করা।

[৫] রুকূ'র পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

[৬] দু' সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

[৭] প্রথম বৈঠকে বসা। অর্থাৎ তিন ও চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে দু' রাক'আতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সমান পরিমাণ বসা।

[৮] প্রথম বৈঠক ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

[৯] ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযে সূরা ফাতিহা ও কিরাআত উচ্চৈস্বরে পড়া এবং যোহর ও আসরের নামাযে আস্তে আস্তে পড়া।

[১০] বিতরের নামাযে দু'আ কুনূতের জন্য তাকবীর বলা ও দু'আ কুনূত পড়া।

[১১] দুই ঈদের নামাযের অতিরিক্ত ছয় অথবা বার তাকবীর বলা।

[১২] সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা।

সাহু সাজদা

পুত্র ঃ আব্বু, সাহু সাজদাহ কাকে বলে ?

পিতা ঃ সাহু মানে ভুল। নামাযের মধ্যে ভুল সংশোধনের জন্য নামাযের শেষ বৈঠকে দু'টি সাজদাহ করা ওয়াজিব। এ সাজদাহকেই সাহু সাজদাহ বলে।

পুত্র ঃ আব্বু, সাহু সাজদাহ কিভাবে করতে হয় ?

www.pathagar.com

পিতা ঃ যে নামাযে ভুল হয় সে নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে পর পর দু'টি সাজদাহ্ করবে।

এরপর পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে। এতে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

পুত্র ঃ আব্বু, কোন্ ধরনের ভুল হলে সাহু সাজদাহ্ করতে হয় ?

পিতা ঃ ইবরাহীম, নামাযের মধ্যে যেসব ভুলের কারণে সাহু সাজদাহ্ করতে হয় তাহলো ঃ

১ নামাযের মধ্যে ১২টি ওয়াজিব রয়েছে তাই না ? এর মধ্যে এক বা একাধিক ওয়াজিব ভুলে বাদ পড়লে সাহু সাজদাহ্ করতে হয়।

২ নামায এক রাক'আত হলো না দু' রাক'আত হলো অথবা দু' রাক'আত হলো না তিন রাক'আত হলো, এ ধরনের সন্দেহ হলে নিম্ন সংখ্যাটি (যেমন দু' রাক'আত হলো না তিন রাক'আত হলো, এরূপ সন্দেহের ক্ষেত্রে দু' রাক'আত) ধরে বাকী নামায শেষ করে সাহু সাজদাহ্ করবে।

৩ নামাযের কোনো ফরয বা ওয়াজিবকে যথাস্থানে আদায় না করে আগে বা পরে আদায় করলে সাহু সাজদাহ্ করবে।

পুত্র ঃ আব্বু, এক নামাযে যদি এরূপ ভুল একাধিকবার হয় তাহলে সাহু সাজদাহ্ও কি একাধিকবার করতে হবে ?

পিতা ঃ না, ইবরাহীম, এক নামাযে একাধিকবার ভুল হলেও সাহু সাজদা একবারই করতে হবে।

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

পুত্র ঃ আব্বু কি কি কারণে নামায ভঙ্গ হয় ?

পিতা ঃ ইবরাহীম, নামায ভঙ্গের অনেক কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

১ নামাযের বাইরে ও ভিতরে মোট ১৩টি ফরয রয়েছে। (বাইরের ৭টি ফরযকে নামাযের শর্ত এবং ভিতরের ৬টি ফরযকে নামাযের রুকন বলা হয়) এ ১৩টি ফরযের কোনো একটি ফরযও যদি বাদ পড়ে তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

[২] নামাযের ১২টি ওয়াজিবের মধ্য থেকে একটি ওয়াজিবও যদি ইচ্ছা করে বাদ দেয়া হয়।

[৩] নামাযের মধ্যে হাটাহাটি করলে।

[৪] নামাযের মধ্যে কথা বললে।

[৫] নামাযের মধ্যে কিছু খাইলে।

[৬] নামাযের মধ্যে হা-হুতাশ ও কান্নাকাটি করলে।

[৭] নামাযের মধ্যে অট্টহাসি করলে।

এসব কারণে নামায ভেঙ্গে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো ছাড়াও নামায ভঙ্গের আরো কারণ রয়েছে। বড়ো হলে তোমরা সেগুলো জানতে পারবে।

www.pathagar.com

ছকের সাহায্যে নামাযের পূর্ণ বিবরণ

পিতা ঃ ইবরাহীম, কিভাবে নামায আদায় করতে হবে তা জানতে পেরেছো, তাই না ? এবার এসো, নামাযের বিধানগুলো কোন্‌টার পর কোন্‌টা পালন করতে হবে এবং কোন্‌টার গুরুত্ব কতটুকু, নীচের ছকে তা আলোচনা করা যাক।

ক্রমিক নং	কোন্ কাজের পর কোন্ কাজ করতে হবে	কোন্ কাজের গুরুত্ব কতটুকু
১	নিয়ত করা	ফরয
২.	তাকবীর তাহরীমা বলা	ফরয
৩.	তাকবীর তাহরীমা বলার সময় দু' হাত কান পর্যন্ত উঠানো	সুন্নাত
৪.	হাত বাঁধা (নাভীর নীচে কিংবা বুকে)	সুন্নাত
৫.	সানা পড়া	সুন্নাত
৬.	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়া	সুন্নাত
৭.	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া	সুন্নাত
৮.	দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা	ফরয
৯.	সূরা ফাতিহা পড়া	ওয়াজিব
১০.	সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা বা আয়াত পড়া	ওয়াজিব
১১.	রুকূ' করা	ফরয
১২.	রুকূ'তে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা	সুন্নাত
১৩.	রুকূ'তে গিয়ে হাঁটু চেপে ধরা	সুন্নাত
১৪.	রুকূ'তে কম পক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ পড়া	সুন্নাত
১৫.	سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে রুকূ' থেকে উঠা	সুন্নাত
১৬.	রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো	ওয়াজিব

www.pathagar.com

১৭.	সাজদাহ করার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা	সুন্নাত
১৮.	সাজদাহ করা	ফরয
১৯.	সাজদায় কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়া	সুন্নাত
২০.	পর পর দুই সাজদাহ করা	ফরয
২১.	দুই সাজদাহর মাঝখানে এক তাসবীহ্ পরিমাণ বসা	ওয়াজিব
২২.	প্রথম বৈঠক (তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাক'আতের পর اَلتَّحِيَّاتُ পড়ার পরিমাণ বসা)	ওয়াজিব
২৩.	اَلتَّحِيَّاتُ পড়া	সুন্নাত
২৪.	শেষ বৈঠক	ফরয
২৫.	শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া	ওয়াজিব
২৬.	উভয় বৈঠকে বাম পায়ের ওপর বসা ও ডান পা খাড়া করে রাখা	সুন্নাত
২৭.	দুরূদ শরীফ পড়া	সুন্নাত
২৮.	দুরূদ শরীফের পর দু'আ মাসূরা পড়া	সুন্নাত
২৯.	নিজের ইচ্ছায় নামায শেষ করা	ফরয
৩০.	اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهُ বলে নামায শেষ করা	ওয়াজিব
৩১.	সালাম ফিরানোর সময় প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে মুখ ফিরানো	সুন্নাত
৩২.	সালাম ফিরানোর সময় ফেরেশতা ও মুক্তাদীগণের নিয়ত করা	সুন্নাত

www.pathagar.com

সুন্নাত ও নফল নামাযের বর্ণনা

পিতা ঃ ইবরাহীম, তুমি কি জানো, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কোন্ নামাযকে বলে ?

পুত্র ঃ না আব্বু, আমি জানি না। আপনি বলে দিন, তাহলেই আমি জানতে পারবো।

পিতা ঃ শোনো, যে নামায আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় সবসময়ই আদায় করতেন, তবে কখনো কখনো বাদও দিতেন, এরূপ নামাযকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলে।

এ নামায আদায় করা বড় সাওয়াবের কাজ। আমাদের প্রিয় নবী এ নামাযের প্রতি অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন।

পুত্র ঃ আব্বু, দিন রাতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামায মোট কত রাক'আত ?

পিতা ঃ দিন রাতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামায মোট বার রাক'আত।

পুত্র ঃ আব্বু, এ নামায কখন আদায় করতে হয় ?

পিতা ঃ এ নামায পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সাথেই আদায় করতে হয়।

ফজরের ওয়াক্তে ফরযের পূর্বে ২ রাক'আত। এ দু' রাক'আত সুন্নাতের প্রতি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব গুরুত্ব দিয়েছেন।

যোহরের ওয়াক্তে ফরযের পূর্বে ৪ রাক'আত
এবং ফরযের পরে ২ রাক'আত।
মাগরিবের ওয়াক্তে ফরযের পর ২ রাক'আত এবং
ইশার ওয়াক্তে ফরযের পর ২ রাক'আত।

পুত্র ঃ আব্বু, ফরয ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ছাড়া আর কোনো নামায আছে কি ?

পিতা ঃ হ্যাঁ আছে, নফল নামায।

পুত্র ঃ আব্বু, নফল নামায কাকে বলে ?

পিতা ঃ যেসব নামায আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে আদায় করতেন, যা আদায় করলে সাওয়াব হয়, না করলে কোনো গুনাহ হয় না। তাকে নফল নামায বলে।

www.pathagar.com

পুত্র ঃ আব্বু, নফল নামায কখন আদায় করতে হয় ?

পিতা ঃ ইব্রাহীম, মনে রেখো, তিন সময় কোনো নামাযই আদায় করা যায় না।

১ সূর্য ওঠার সময়,

২ সূর্য ডোবার সময় এবং

৩ ঠিক দুপুর বেলা, যখন সূর্য সোজা মাথার ওপর থাকে। এ তিন সময় ছাড়া যে কোনো সময় নফল নামায আদায় করা যায়।

পুত্র ঃ আব্বু, সুন্নাত ও নফল নামায আদায় করার নিয়ম কি ?

পিতা ঃ সুন্নাত ও নফল নামায ফরয নামাযের মতই আদায় করতে হয়। তবে সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাক'আতেই সূরা ফাতিহার পর অন্য কোনো সূরা বা আয়াত পড়তে হয়।

আর ফরয নামাযে কেবল প্রথম দু' রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা বা আয়াত পড়তে হয়। আর বাকী রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হয়, অন্য সূরা বা আয়াত পড়তে হয় না।

বিত্‌র নামায পড়ার নিয়ম

পুত্র ঃ আব্বু, বিত্‌র নামায কিভাবে আদায় করতে হয় ?

পিতা ঃ ইবরাহীম, মনে রেখো, সুন্নাত ও নফল নামাযের মতোই বিত্‌র নামাযেও প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর তার সাথে অন্য কোনো সূরা বা আয়াত পড়তে হয়।

- বিতর নামায তিন রাক'আত। অন্যান্য নামাযের মতো দু' রাক'আত পড়ার পর বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়বে।
- এরপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়বে এবং সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য কোনো সূরা বা আয়াত পড়ে তাকবীর তাহরীমার মতো দু'হাত কান বরাবর উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত দু'খানা আবার নাভির নীচে অথবা বুকে বাঁধবে।

www.pathagar.com

এরপর নীচের দু'টি দু'আ কুনূতের যে কোনো একটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমরা আপনার সাহায্য চাই এবং আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনার ওপরই আমাদের পূর্ণ ঈমান এবং আপনার ওপরই আমরা ভরসা করি। আপনার মহত্ব ও কল্যাণের আমরা প্রশংসা করি। আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আপনার অকৃতজ্ঞতা আমরা বর্জন করি। যারা আপনার নাফরমানী করে তাদের সাথে আমাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। হে আল্লাহ ! আমরা একমাত্র আপনারই দাসত্ব করি। আপনার উদ্দেশ্যেই আমরা নামায আদায় করি। আপনাকেই আমরা সাজদাহ করি এবং আপনার দিকেই আমরা ধাবিত হই। আপনার হুকুম মানার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি। আমরা আপনার রহমতের আশা করি এবং আপনার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয় আপনার অতি কঠিন আযাব কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত।"

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لاَيَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىْ -

"হে আল্লাহ ! আপনি যাদেরকে হেদায়াত করেছেন তাদের সাথে আমাকেও হেদায়াত করুন। যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে আমাকেও নিরাপত্তা দান করুন, আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে আমারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন, আপনি আমাকে যা দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন, আপনি যে অকল্যাণের ফায়সালা

www.pathagar.com

করেছেন তা থেকে আমাকে হেফাযত করুন, কেননা আপনি ফায়সালা করে থাকেন, আপনার ফায়সালাকে রদ করার কেউ নেই, আপনি যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন তাকে কেউ অসম্মান করতে পারে না, আপনি যার বিপক্ষে থাকেন তাকে কেউ ইয্যত দিতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি অতি বরকতময় ও মহামহিম। নবী (স)-এর উপর আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।"

দু'আ কুনূত পড়ার পর রুকূ' করবে। এরপর দু' সাজদাহ্ করে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

জামা'আতে নামায আদায়

পিতা ঃ ইবরাহীম, বলোতো জামা'আতে নামায আদায় করা কাকে বলে ?

পুত্র ঃ আব্বু, আপনি বলে দিন।

পিতা ঃ শোনো, দু'জন বা আরো বেশী লোক একজন ইমামের পেছনে একত্রে নামায আদায় করাকে জামা'আতে নামায আদায় করা বলা হয়।

পুত্র ঃ আব্বু, কিভাবে জামা'আতে নামায আদায় করতে হয় ?

পিতা ঃ নামাযীগণ নামায আদায়ের জন্য কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ইমাম সাহেব কাতারের মাঝামাঝি সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন। মুয়ায্যিনের ইকামাত দেয়ার পর ইমাম তাকবীর তাহ্রীমা বলে নামায শুরু করবেন। নামাযীগণও ইমামের সাথে তাকবীর তাহ্রীমা বলে নামায শুরু করবে। ইমাম জোরে কিরাআত পড়লে নামাযীগণ চুপ করে তা শোনবে। ইমাম রুকূ'তে গেলে মুসাল্লীগণও তাঁর সাথে রুকূ'তে যাবে। ইমাম সাজদাহ্ করলে মুসাল্লীগণও তাঁর সাথে সাজদাহ্ করবে। এভাবে ইমামের অনুসরণ করে নামায শেষ করতে হবে। নামাযের মধ্যে কোনো কাজ কখনো ইমামের আগে করা যাবে না। এ নিয়মেই জামা'আতে নামায আদায় করতে হয়।

পুত্র ঃ আব্বু, আমাদের জামা'আতে নামায আদায় করতে হয় কেন ?

পিতা ঃ জামা'আতে নামায আদায় না করলে নামায সঠিকভাবে আদায় হয়

www.pathagar.com

না। তাছাড়া জামা'আতে নামায আদায় করার অনেক ফযীলত রয়েছে। জামা'আতে নামায আদায় করলে একা নামায আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামা'আতে নামায আদায় করার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই আমাদের সবাইকে অবশ্যই জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতে হবে।

পুত্র ঃ আব্বু, জামা'আতে নামায আদায় করতে হলে নিয়ত করে কেবল ইমামের অনুসরণ করলেই চলবে, আমাদের কিছু পড়তে হবে না ?

পিতা ঃ হ্যাঁ, পড়তে হবে, কিরাআত ছাড়া সবই তোমাদের পড়তে হবে। যেমন সানা, রুকূ' ও সাজদাহর তাসবীহ, আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দু'আ মাসূরা ইত্যাদি। ইমাম যখন জোরে কিরাআত পড়বেন তখন চুপ করে তাঁর কিরাআত পড়া শোনবে। আর যখন আস্তে কিরাআত পড়বেন তখন তোমরা মনে মনে সূরা ফাহিতা পড়বে।

জুমু'আর নামায

পিতা ঃ ইবরাহীম, জুমু'আর নামায কাকে বলে তা কি তোমার জানা আছে ?

পুত্র ঃ না, আব্বু, আমার জানা নেই।

পিতা ঃ বেশ, তাহলে শোনো।

শুক্রবারে যোহরের সময় মুসলমানগণ এলাকার জামে' মাসজিদে একত্র হয়। ইমাম সাহেব সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা (ভাষণ) দেন। খুত্‌বার পর সবাইকে নিয়ে তিনি জামা'আতের সাথে দু' রাক'আত নামায আদায় করেন। এ নামাযকেই জুমু'আর নামায বলে।

পুত্র ঃ আব্বু, খুত্‌বা কি ?

পিতা ঃ খুত্‌বা হলো ইমামের ভাষণ। এতে ইমাম সমবেত মুসল্লীদেরকে দীন শিক্ষা দেন, মুসলিম উম্মার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী তাদের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে সচেতন করে তোলেন, তাদের করণীয় কি সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সমগ্র মুসলিম

www.pathagar.com

উম্মার জন্য দু'আ করেন। তাই খুত্বার সময় কথাবার্তা না বলে চুপ করে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা ওয়াজিব।

পুত্র ঃ আব্বু, জুমু'আর নামায আদায় করা কি ফরয ?

পিতা ঃ হ্যাঁ, জুমু'আর নামায আদায় করা ফরয। তবে মহিলাদের ওপর ফরয নয়।

পুত্র ঃ আব্বু, জুমু'আর দিন কি যোহরের নামায আদায় করতে হয় ?

পিতা ঃ শুক্রবারে যোহরের পরিবর্তেই জুমু'আর নামায ফরয হয়েছে। তাই জুমু'আর দিন পুরুষ লোকদের যোহরের নামায আদায় করতে হয় না। তবে কেউ কোনো কারণে জুমু'আর নামায আদায় করতে না পারলে তাকে যোহরের নামায আদায় করতে হবে।

পুত্র ঃ আব্বু, জুমু'আর ওয়াক্তে কোনো সুন্নাত নামায আছে কি ?

পিতা ঃ হ্যাঁ আছে। জুমু'আর ওয়াক্তে ৮ রাক'আত নামায পড়া সুন্নাত। ফরযের পূর্বে ৪ রাক'আত কাবলাল জুমু'আ এবং ফরযের পর ৪ রাক'আত বা'দাল জুমু'আ।

মাসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামে দু' রাক'আত নামায পড়া সুন্নাত। অবশ্য এ নামায জুমু'আর দিনের জন্য নির্দিষ্ট নয়। যে কোনো দিন যে কোনো সময় (যে তিন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ সে তিন সময় ছাড়া) মাসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বেই এ নামায পড়তে হয়।

পিতা ঃ ইবরাহীম, মনে রেখো, জুমু'আর দিনের কিছু আদব-কায়দা আছে যা মেনে চলা উত্তম। তাহলো, জুমু'আর নামাযের পূর্বে গোসল করা, নখ কাটা, কাঁচা রসুন ও পিয়াজ না খাওয়া, খাইলে মিসওয়াক অথবা মাজন দ্বারা মুখ ভাল করে পরিষ্কার করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করা, উযূ করে পবিত্র ও পরিষ্কার পোশাক পরা এবং সুগন্ধি মেখে মাসজিদে যাওয়া। মাসজিদে গিয়ে দু'জনের মাঝখানে ফাঁক করে না বসা, মানুষের ঘাড়ের ওপর দিয়ে সামনে না যাওয়া। বরং খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে সুন্নাত, নফল যা ইচ্ছা পড়ে চুপ করে বসে ইমামের খুতবা শোনা।

www.pathagar.com

দুই 'ঈদের নামায

পিতা ঃ ইবরাহীম, বলোতো, 'ঈদের নামায কাকে বলে ?

পুত্র ঃ আব্বু, আমাকে বলে দিন তাহলেই আমি জানতে পারবো।

পিতা ঃ ঠিক আছে শোনো, মুসলমানদের জন্য বছরে দু'দিন 'ঈদ বা খুশীর দিন। রমযান মাসে শেষ রোযার দিন 'ঈদের খুশী নিয়ে শাওয়ালের চাঁদ ওঠে।

শাওয়াল মাসের এক তারিখে হয় রোযার 'ঈদ এবং জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে হয় কুরবানীর 'ঈদ। এ দু'দিন সব মুসলমান নিজ নিজ এলাকার 'ঈদগাহে একত্র হয়ে দু' রাক'আত নামায আদায় করে। এ নামাযকেই 'ঈদের নামায বলে।

০ রোযার 'ঈদকে 'ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর 'ঈদকে 'ঈদুল আযহা বলা হয়।

পিতা ঃ ইবরাহীম, মনে রেখো, 'ঈদের নামায অতিরিক্ত ছয় অথবা বার তাকবীরের সাথে আদায় করতে হয়।

পুত্র ঃ আব্বু, অতিরিক্ত তাকবীর আবার কি ?

পিতা ঃ 'ঈদের নামাযে তাকবীর তাহরীমা এবং রুকূ' ও সাজদার তাকবীর ছাড়া আরো ছয় অথবা বারটি তাকবীর বলতে হয়। এ তাকবীর-গুলোকেই অতিরিক্ত তাকবীর বলা হয়।

পুত্র ঃ আব্বু, 'ঈদের নামায আদায় করা কি ?

পিতা ঃ 'ঈদের নামায আদায় করা ওয়াজিব।

পুত্র ঃ আব্বু, 'ঈদের নামাযের সময় কখন হয় ?

পিতা ঃ বেলা উঠার কিছুক্ষণ পর 'ঈদের নামাযের সময় শুরু হয় এবং বেলা পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত 'ঈদের নামায পড়া যায়।

'ঈদের নামায আদায়ের নিয়ম

পুত্র ঃ আব্বু, 'ঈদের নামায কিভাবে আদায় করতে হয় ?

পিতা ঃ ইবরাহীম, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

www.pathagar.com

০ 'ঈদুল ফিতর অথবা 'ঈদুল আযহার দু' রাক'আত ওয়াজিব নামায আদায়ের নিয়তে ইমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।

০ ইমামের তাকবীর তাহরীমা বলার পর তাকবীর তাহরীমা বলে দু' হাত বুকে অথবা নাভীর নীচে বাঁধবে। এরপর সানা পড়বে। সানা পড়ার পর ইমামের সাথে সাথে অতিরিক্ত তিন অথবা সাতটি তাকবীর বলবে। প্রতিটি তাকবীর বলার সময় দু' হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে। শেষ তাকবীর বলে হাত দু' খানা ছেড়ে না দিয়ে আগের মতোই বুকে অথবা নাভীর নীচে বাঁধবে।

এরপর ইমাম কিরাআত পড়বেন, মনোযোগ সহকারে ইমামের কিরাআত পড়া শুনবে। কিরাআত পড়ার পর ইমাম রুকূ' ও সাজদা করবেন। ইমামের সাথে তুমিও রুকূ' সাজদাহ করবে। তারপর ইমাম দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকআতের কিরাআত পড়বেন, ইমামের সাথে দাঁড়িয়ে তাঁর কিরাআত পড়া শুনবে। কিরাআত পড়ার পর ইমাম অতিরিক্ত তাকবীর বলবেন।

তুমিও ইমামের সাথে আগের মতোই অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলবে এবং প্রত্যেক বার হাত ছেড়ে দেবে। এরপর ইমাম তাকবীর বলে রুকূ' করবেন। তুমিও ইমামের সাথে তাকবীর বলে রুকূ' করবে।

রুকূ' সাজদাহ করে ইমাম শেষ বৈঠক করবেন। এতে তিনি আত্তাহিয়্যাতু দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন। ইমামের সাথে তুমিও এসব পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

এরপর ইমাম সাহেব সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা (ভাষণ) দেবেন। তুমি চুপচাপ ইমামের খুত্‌বা শুনবে।

খুত্‌বা শেষ হওয়ার পর 'ঈদের নামাযের সব কাজ শেষ হয়ে যাবে। এরপর বাড়ী ফেরার পালা।

যে পথে এসেছো, সে পথে না গিয়ে অন্য পথে বাড়ী যাবে। 'ঈদগায় যাওয়ার সময় পথে নীচের তাকবীরটি পাঠ করা সুন্নাত। এ তাকবীরকে তাকবীরে 'তাশরীক' বলা হয়।

www.pathagar.com

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

"আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ্ সবচেয়ে বড় এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।"

পিতা ঃ ইবরাহীম মনে রেখো, কুরবানীর 'ঈদের আগের দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'তাকবীরে তাশরীক' ১বার পড়া ওয়াজিব।

জানাযার নামায

পিতা ঃ ইবরাহীম, বলতো জানাযার নামায কাকে বলে ?

পুত্র ঃ আব্বু, জানাযার নামাযের কথা তো আমাকে কখনো বলেননি।

পিতা ঃ ঠিক বলেছো, এখন শোনো—

কোনো মুসলমান মারা গেলে তাকে দাফন করার পূর্বে তার জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে তার লাশ সামনে রেখে সবাই মিলে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা হয়। এ নামাযকেই জানাযার নামায বলে। জানাযার নামায আসলে মৃত ব্যক্তির জন্য এক প্রকার দু'আ।

কোথাও কোনো মুসলমান মারা গেলে তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও জানাযা পড়ে কবর দেয়া সে এলাকার জীবিত মুসলমানদের দায়িত্ব।

পুত্র ঃ আব্বু, জানাযার নামায আদায় করা কি ?

পিতা ঃ জানাযার নামায আদায় করা ফরযে কিফায়া।

পুত্র ঃ আব্বু, ফরযে কিফায়া কাকে বলে ?

পিতা ঃ ফরযে কিফায়া এমন ফরযকে বলা হয়, যাকিছু লোক আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি আদায় না করে তাহলে সবার ওপর তা অনাদায় থেকে যায় এবং এজন্য সবাই গুনাহগার হয়।

www.pathagar.com

জানাযার নামায আদায় করার নিময়

পুত্র ঃ আব্বু, জানাযার নামায কিভাবে আদায় করতে হয়?

পিতা ঃ ইমাম লাশ সামনে রেখে দাঁড়াবেন। বাকী সবাই জানাযার নামায আদায়ের নিয়তে ইমামের পিছনে নামাযের কাতারের মতো কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

ইমামের তাকবীর বলার পর সবাই মিলে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায আদায় করার নিয়তে দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে অন্যান্য নামাযের মতো বুকে অথবা নাভীর নীচে হাত বাঁধবে।

এরপর সানা পড়বে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

সানা পড়ার পর ইমাম দ্বিতীয় তাকবীর বলবেন। ইমামের তাকবীর বলার সাথে সাথে সবাই মনে মনে তাকবীর বলবে।

এরপর দুরূদ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

দুরূদ পড়ার পর ইমাম তৃতীয় তাকবীর বলবেন। ইমামের সাথে তৃতীয় তাকবীর বলে মৃত ব্যক্তির জন্য সবাই আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে।

মৃত ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হলে নীচের দু'আটি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا

www.pathagar.com

وَاُنْثَانَا ۔ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ۔

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের মধ্যে জীবিত, মৃত, ছোট, বড়, নারী-পুরুষ, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবাইকে। হে আল্লাহ ! আপনি আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রেখেছেন তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখুন, আর আপনি আমাদের মধ্যে যাদেরকে মৃত্যু দিয়ে বিদায় করে নেন তাদেরকে ঈমানের সাথে বিদায় করুন। হে আল্লাহ ! ঈমানের প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং ঈমান আনার পর আমাদেরকে বিপথগামী করবেন না।"

মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক হলে নীচের দু'আটি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! এ বালককে আমাদের নাজাত ও আরামের জন্য আগে পাঠিয়ে দিন। তার জন্য যে শোক, ব্যাথা তা আমাদের জন্য প্রতিদানের প্রাচুর্য বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য শাফা'আতকারী বানান যা কবুল করা হবে।"

মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা হলে নীচের দু'আটি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ۔

"হে আল্লাহ ! এ বালিকাটিকে আমাদের নাজাত ও আরামের জন্য আগে পাঠিয়ে দিন। তার জন্য যে শোক, ব্যাথা তা আমাদের জন্য প্রতিদানের প্রাচুর্য বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য শাফা'আতকারী বানান যা কবুল করা হয়।"

www.pathagar.com

এ দু'আ পড়ার পর ইমাম চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবেন। ইমামের সাথে সবাই চতুর্থ তাকবীর বলে ডাঁন ও বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

পুত্র ঃ আব্বু, জানাযার নামাযে কি রুকূ' সাজদাহ করতে হয় না ?

পিতা ঃ না, জানাযার নামাযে রুকূ' ও সাজদা করতে হয় না।

পুত্র ঃ আব্বু, জানাযার নামাযে কতো বার তাকবীর বলতে হয় এবং প্রত্যেক তাকবীরে কি কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হয় ?

পিতা ঃ ইবরাহীম, জানাযার নামাযে মোট চার বার তাকবীর বলতে হয়। আর হাত উঠাতে হয় কেবল প্রথম তাকবীর বলার সময়। বাকী তিন তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতে হয় না, শুধু মুখে তাকবীর বলতে হয়।

www.pathagar.com

নামাযের শিক্ষা ও উপকারিতা

ক্রমিক নং	শিক্ষা ও উপকারিতা	শরয়ী পরিভাষা
১	নামায মুসলমানদেরকে একটি কেন্দ্রে সংগঠিত হবার শিক্ষা দেয়	মাসজিদ
২.	সর্বোত্তম ও যোগ্যতম ব্যক্তিকে নেতা বানাতে বলে	ইমাম
৩.	নেতার পদাংক অনুসরণের শিক্ষা দেয়	ইক্তিদা
৪.	নেতার আনুগত্য করার ট্রেনিং দেয়	ইতা'আত
৫.	সুশৃংখলভাবে নেতার কথা ও কাজের অনুসরণ করার তাকীদ দেয়	ইত্তেবা
৬.	সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের হিসেব গ্রহণ করা শিক্ষা দেয়া	দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ
৭.	আন্তরিকতার সাথে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নিকট পুরস্কার পাওয়ার আশায় সব কাজ করার শিক্ষা দেয়	ইখলাস
৮.	ছোট, বড়, ধনী ও গরীব সবাই একত্রে ভাইয়ের মতো মিলেমিশে কাজ করার মনোভাব তৈরী করে	সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ
৯.	উঁচু-নীচু ও বাদশা-ফকীরের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আগে আসলে আগের কাতারে, পরে আসলে পরের কাতারে দাঁড়াবার মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করে	ইছার

www.pathagar.com

পিতা : ইবরাহীম, তোমার নামায আদায়ের সুবিধার জন্য কুরআনে কারীমের ছোট ছোট কয়েকটি সূরা অর্থসহ এখানে লিখে দিলাম। মুখস্থ করে নিও।

সূরা ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

অর্থ : "আপনি কি দেখেননি, আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন ? তিনি কি তাদের চক্রান্ত বাতিল করে দেননি ? তিনি তাদের ওপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। যারা তাদের ওপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করেছিল। অতপর তিনি তাদেরকে চিবানো ভূষির মত করে দেন।"

সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

অর্থ : "যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে। অভ্যস্ত হয়েছে তারা শীত ও গ্রীষ্মকালে বিদেশ সফর করতে। কাজেই তাদের কর্তব্য হলো এ (কা'বা) ঘরের মালিকের ইবাদত করা, যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে বাঁচিয়ে খেতে দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা করে নিরাপত্তা দান করেছেন।"

www.pathagar.com

সূরা মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

অর্থ ঃ "আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে আখেরাতের পরিণাম ও প্রতিফলকে অবিশ্বাস করে ? সে তো সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না। অতএব ঐ নামাযীদের ধ্বংস, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে। যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে। আর যারা সাধারণ ব্যবহারের জিনিসও অন্যকে দেয়া থেকে বিরত থাকে।"

সূরা আল কাউছার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউছার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। যে আপনার শত্রু সে-ই তো লেজ কাটা নির্বংশ।"

সূরা আল কাফিরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝
وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ
دِيْنِ ۝

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "বলে দিন, হে কাফেররা ! তোমরা যাদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না। আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদতকারী নই। আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।"

সূরা নাসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

অর্থ ঃ "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন তখন আপনি আপনার রবের তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।"

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

অর্থ ঃ "আবু লাহাবের দু' হাত ধ্বংস হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে সে নিজে। তার ধন-সম্পদ ও সে যা উপার্জন করেছে, তা তার কোনো কাজে আসেনি। অচিরেই সে শিখাযুক্ত আগুনে প্রবেশ করবে এবং তার সাথে তার স্ত্রীও, যে কূটনামী করে বেড়ায়। তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।"

www.pathagar.com

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

অর্থ ঃ "বলুন, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ মুখাপেক্ষিহীন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

সূরা আল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

অর্থ ঃ "বলুন, আমি আশ্রয় চাই সকাল বেলার রবের নিকট। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। আর রাতের অন্ধকার যখন ছেয়ে যায় তাঁর অনিষ্ট থেকে। গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

সূরা আন নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۝ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

অর্থ ঃ "বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ ও মানুষের মা'বুদের নিকট। তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, সে জ্বিন হোক আর মানুষ হোক।"

সমাপ্ত

www.pathagar.com

এসো নামায শিখি

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com